উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস খালাস প্রক্রিয়া

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানিকৃত পণ্যের কাস্টমস খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কাস্টমস অনলাইন সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি দাখিল, দলিলপত্র পরীক্ষা, আমদানিযোগ্যতা নিরূপণ, কায়িক পরীক্ষণ (বাছাইকৃত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে), শুল্ক-কর নির্ধারণ, শুল্ক-কর পরিশোধ, প্রভৃতি। শুল্ক-কর পরিশোধের পর আমদানিকারক প্রয়োজনীয় পোর্ট ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বন্দর থেকে পণ্য ছাড় করে থাকেন। উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের খালাসের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এর উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং (PQW) পণ্য আমদানির আগে PQW আমদানি পারমিট জারি এবং আমদানির পর কায়িক পরীক্ষণপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস এর সাথে) রিলিজ অর্ডার জারি করে থাকে। উভয় ডকুমেন্টই খালাস প্রক্রিয়া চলাকালীন কাস্টমস কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়।

খালাস প্রক্রিয়ার ফ্লো চার্ট:

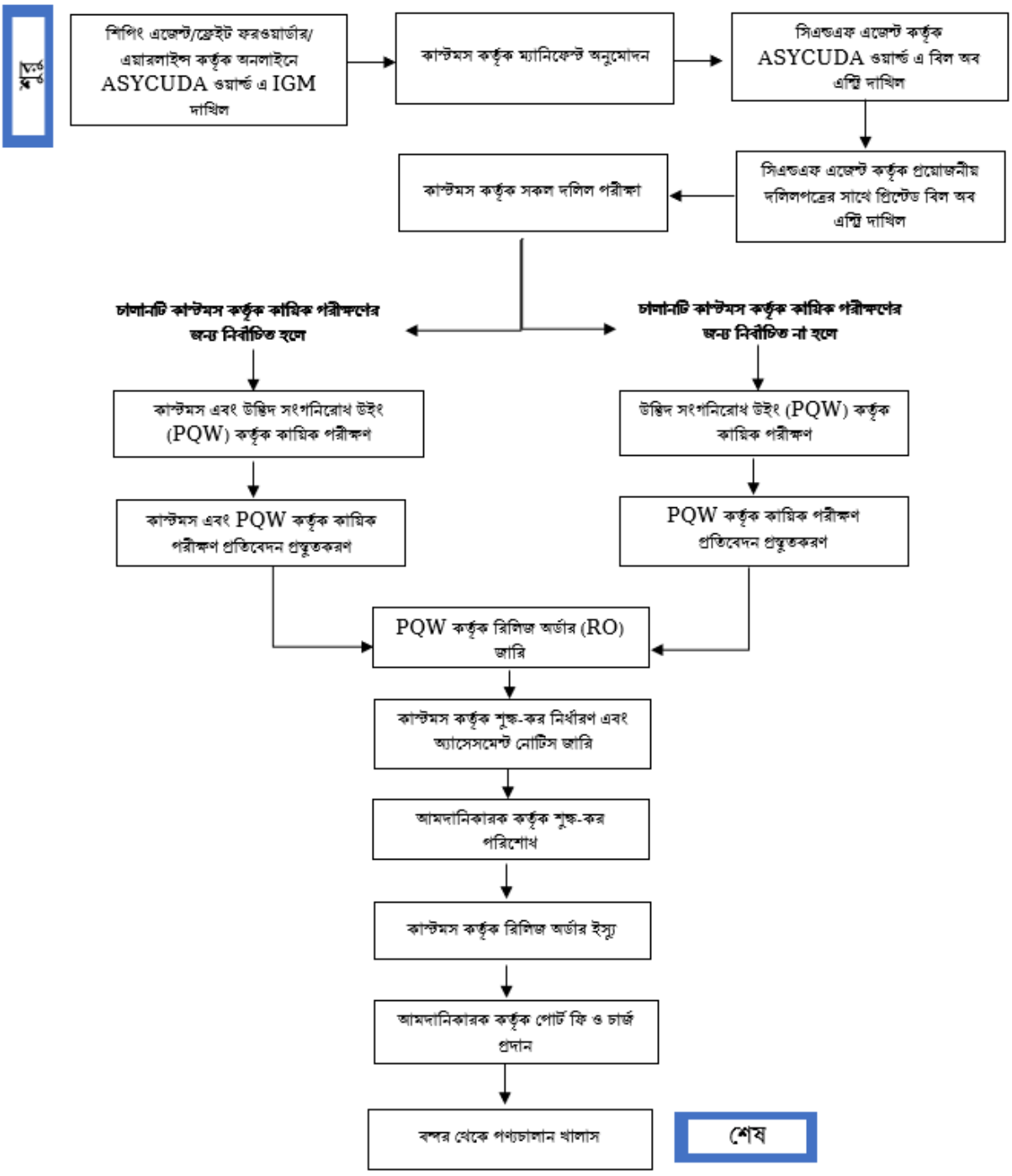

ফি এবং চার্জ:

• ডকুমেন্ট প্রসেসিং ফি: বিল অব এন্ট্রি প্রতি ৩০.০০ টাকা (কাস্টমস)।

• অন্যান্য প্রযোজ্য ফি এবং চার্জ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়।

কাস্টমস খালাসের বিস্তারিত পদ্ধতি:

ধাপ ১: শিপিং এজেন্ট/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এয়ারলাইন্স অনলাইনে ASYCUDA ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে আমদানি ম্যানিফেস্ট (IGM) দাখিল করে।

ধাপ ২: কাস্টমস ম্যানিফেস্ট অনুমোদন করে।

ধাপ ৩: সিএন্ডএফ এজেন্ট ASYCUDA ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি (B/E) দাখিল করে।

ধাপ ৪: সিএন্ডএফ এজেন্ট নিম্নলিখিত দলিলপত্রের সাথে প্রিন্টেড বিল অব এন্ট্রি (B/E) জমা দেয়:

(০১) আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত সিএন্ডএফ এজেন্ট অথরাইজেশন লেটার

(০২) ভ্যাট/বিআইএন সার্টিফিকেট

(০৩) ব্যাংক-এনডোর্সড এলসি (কাস্টমস কপি)

(০৪) ব্যাংক-এনডোর্সড প্রো-ফর্মা ইনভয়েস

(০৫) ব্যাংক-এনডোর্সড কমার্শিয়াল ইনভয়েস

(০৬) মূল্য ঘোষণা ফরম

(০৭) ব্যাংক-এনডোর্সড প্যাকিং লিস্ট

(০৮) ডিটেইল্ড প্যাকিং লিস্ট

(০৯) ওয়েবিলের ব্যাংক-এনডোর্সড মূল কপি (বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রসিদ/রেল রসিদ)

(১০) ইন্স্যুরেন্স কভার নোট

(১১) কান্ট্রি অব অরিজিন সার্টিফিকেট

(১২) সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিল অব এন্ট্রি ডাটা শীট

(১৩) রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক জারিকৃত ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট

(১৪) PQW কর্তৃক জারিকৃত আমদানি পারমিট

ধাপ ৫: কাস্টমস সকল দলিল পরীক্ষা করে এবং কায়িক পরীক্ষণের জন্য (যদি চালানটি ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়) প্রেরণ করে ।

ধাপ ৬: কাস্টমস (যদি কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়) এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং (PQW) কায়িক পরীক্ষণ করে। সিএন্ডএফ এজেন্ট PQW এর সাথে কায়িক পরীক্ষণের সময়সূচী সমন্বয় করে।

ধাপ ৭: কাস্টমস কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান করে (যদি পরীক্ষণ হয়) এবং PQW রিলিজ অর্ডার (RO) জারি করে।

ধাপ ৮: কাস্টমস শুল্ক-কর নির্ধারণ করে এবং অনলাইনে অ্যাসেসমেন্ট নোটিস জারি করে ও এর প্রিন্ট ভার্সন ফাইল/ফোল্ডারে সংরক্ষণ করে।

ধাপ ৯: (শুধুমাত্র সমুদ্রপথের কার্গোর জন্য; অন্যান্য কার্গোর জন্য সরাসরি ধাপ ১০): সিএন্ডএফ এজেন্ট শিপিং এজেন্ট/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারের কাছ থেকে ডেলিভারি অর্ডার (DO) সংগ্রহ করে।

ধাপ ১০: আমদানিকারক অ্যাসেসমেন্ট নোটিস অনুযায়ী ই-পেমেন্টের মাধ্যমে অনুমোদিত ব্যাংকে শুল্ক-কর পরিশোধ করে।

ধাপ ১১: কাস্টমস অনলাইনে রিলিজ অর্ডার ইস্যু করে।

ধাপ ১২: আমদানিকারক পোর্ট ফি এবং চার্জ প্রদান করে।

ধাপ ১৩: বন্দর থেকে পণ্যচালান খালাস করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান:

- কাস্টমস আইন, ২০২৩
- নির্ধারিত বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্ট ফরম আদেশ, ২০০১
- আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪
- পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা, ২০১৮
- বীজ আইন, ২০১৮
- বীজ বিধিমালা, ২০২০

ন্যূনতম মূল্যের পণ্যচালানের জন্য শুল্ক-কর সুবিধা:

২০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের অ-বাণিজ্যিক পণ্যচালান এবং শুল্ক-কর ২০০০ টাকার বেশি নয় এমন পণ্যচালান কাস্টমস ডি মিনিমিস বিধিমালা, ২০১৯ এর অধীনে কোনো প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ ছাড়াই আমদানি করা যায়।